বঙ্কুবাবুর
দশানন ড্রাইভার

তপনকুমার দাস

পুনশ্চ

সূ চি প ত্র

বঙ্কুবাবুর দশানন ড্রাইভার ৯
জগদীশপুরের বাঁশি ৩১
পরিকল্পনা ৪৩
প্রিভেনশন ৫৯
ভূতের খোঁজে রূপমহলে ৭১
কেমিকেল আমব্রেলা ৮২
জিলিপি আঙ্কল ৯৩
রসগোল্লার হাঁড়ি ১০৭
বজ্রবিদ্যুৎ ১১৭
শিকারী মামা ১৩০
খোঁজ খবর ১৩৮
ভোরের হাওয়া ১৪৮

বঙ্কুবাবুর দশানন ড্রাইভার

জোরসে, জোরসে চালাও রাবণ। একেবারে ফিফ্থ গিয়ারে তুলে দাও।

আজ্ঞে আমার নাম রাবণ নয় স্যার। দশানন। দশানন মান্না।

ওই হল। যেই রাবণ, সেই দশানন। আহ্ আবার ভ্যান রিকশাটা এসে জুটল কোত্থেকে? বিরক্ত হন বঙ্কুবাবু। আর ভ্যান রিকশাটাকে কাটাতে গিয়েই গর্তে পড়ে গাড়ি—সামালকে, রাস্তার খানাখন্দ দেখকে চালাও বাপু।

আমি বাঙালি স্যার। হিন্দির চেয়ে বাংলা ভালো বুঝতে পারি, বলতে বলতে বাঁদিকে নামিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেয় দশানন।

আহা, থামলে কেন? সময় নষ্ট করলে হাতছাড়া হয়ে যাবে হতভাগাটা! হরিপুরের চৌরাস্তায় যা জ্যাম থাকে, চেইজ্ করলে ঠিক পাকড়াও করা যাবে—দশাননের পিঠ চাপড়ে দেন বঙ্কুবাবু, জলদি, জলদি স্টার্ট কিজিয়ে।

পারব না স্যার।

কেন? কেন পারবে না? পারিব না এ কথাটা বলিও না আর—কবিতাটা ছোটোবেলায় পড়োনি বুঝি?

সেই তখন থেকে বলে যাচ্ছেন জোরে চালাও, জোরে চালাও, এটা তো উড়োজাহাজ নয়। চার চাকার ছোট্ট একটা গাড়ি। নতুন গাড়ি জোরে চালাও বললেই কি জোরে চলে? পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে নেয় দশানন।

চলে না বুঝি?

না, চলে না। নতুন গাড়ির ইঞ্জিন ঠিকমতো খুলতে টাইম লাগে। নতুন জুতোর মতো।

নতুন জুতো? বলো কী হে? জুতোর সঙ্গে গাড়ির কী সম্পর্ক? দশাননের কথা শুনে চোখ জোড়া চড়ক গাছের বদলে কপালে ওঠে বঙ্কুবাবুর।

আজ্ঞে হ্যাঁ। নতুন জুতো কেনার পর পাঁচ সাতদিন কী হয়?

কী হয়? জিজ্ঞেস করেন বঙ্কুবাবু। সত্যিই তো, জীবনে নতুন জুতো কম পরেননি। অথচ কেনার পর পাঁচ সাতদিন কোনো পাখনা গজায় কিনা লক্ষ করা হয়নি।

পায়ের সঙ্গে কামড়ে সেঁটে থাকে—খোলসা করে দেয় দশানন, কড়ে আঙুলে ব্যথা করে। গোড়ালিতে ফোস্কা পড়ে। হাঁটলে বিশ্রী মচমচ আওয়াজ হয়। পায়ের পাতায় ঝিঁ ঝিঁ ধরে। খুঁড়িয়ে হাঁটলে একটু আরাম লাগে—

কারেক্ট! ঠিক বলেছ। কতবার নতুন জুতো পরে পায়ে ফোস্কা হয়েছে অথচ তোমার মতো অতশত লক্ষ করিনি—দশাননের মুখে নতুন জুতো পরার বিভ্রাটের

কথা শুনে খুশি হন বঙ্কুবাবু—কিন্তু নতুন জুতোর সঙ্গে আমার এই নতুন গাড়ির সম্পর্ক কী সেটাই তো বুঝলাম না এখনও।

নতুন গাড়ির ইঞ্জিন ঠিকঠাক খুলতেও টাইম লাগে। চাকার বেয়ারিং, হাতের স্টিয়ারিং, পায়ের অ্যাকসিলেটর যতো পুরোনো হবে ততোই গড়গড়িয়ে চলবে, বুঝিয়ে দেয় দশানন—গাড়িটা যদি পুরোনো হত, তাহলে কী আর ওভারটেক করতে দিতাম। দিতাম না। হুউস করে আগে চলে যেতাম।

ওভারটেক—দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন বঙ্কুবাবু, এটা ড্রাইভারদের একটা রোগ। ছোঁয়াচে রোগ। তা বাপু তোমার রোগ নিয়ে তুমি থাকো। আমার জামা নষ্ট করার অধিকার তোমার নেই।

ড্রাইভার তুলে কথা বলবেন না স্যার, প্রতিবাদ করে দশানন।

আলবৎ বলব। ড্রাইভারদের স্বভাবই হল জোরে গাড়ি চালানো।

না স্যার। আপনার যুক্তি মানতে পারলাম না। ড্রাইভারদের স্বভাব খারাপ হয় আপনাদের জন্যে। এই তো সমানে বলে যাচ্ছেন জোরসে, জোরসে চালাও। স্বভাব খারাপ করতে মদত দিচ্ছেন।

সে তো ওই ম্যাটাডোরটাকে ধরার জন্য। নতুন জামাটার কী হাল করেছে দেখো তো। মানুষ মানুষের গায়ে এমনিভাবে জলকাদা ছিটিয়ে দিতে পারে? দুঃখ দুঃখ মুখে গায়ের জামায় হাত বোলান বঙ্কুবাবু। গাঢ় আকাশ রঙা জামায় কালো কালো কাদার বাটিক প্রিন্ট হয়ে আছে। একবার যদি ধরতে পারি—হাতের মুঠো নিসপিস করে। আর ওই রাবণ না দশানন, সেটাও হয়েছে তেমনি। নিজের গায়ে কাদার ছিটে লাগলে টের পেত।

আসল দোষ রাস্তার। রাস্তায় যদি খানা খন্দ থাকে, বর্ষার জল কাদা জমা থাকে, তাহলে ড্রাইভার কী করবে? গাড়ির তো আর পাখনা থাকে না যে গর্তের ওপর দিয়ে উড়ে যাবে— যুক্তির জাল বিস্তার করে দশানন।

ঠিক আছে, ঠিক আছে এখন চলো—আর সময় নষ্ট করাতে চান না বঙ্কুবাবু।

একটু খেলে হত না। সাত সকালে বাসি খিঁচুড়ি খেয়ে পেটের ভেতর গুঁজ গুঁজ করছে। জল খেয়ে খেয়ে শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজে হয়ে আছে—ইয়া লম্বা এক হাই তোলে দশানন।

চা? এখানে চা কোথায় পাওয়া যাবে?

ওই সামনে স্যার। একটা ঝুপড়ি আছে। ভালো চা বানায়। খাঁটি মোষের দুধ, বঙ্কুবাবুর উত্তর বা অনুমতির অপেক্ষা না করেই গাড়ি স্টার্ট করে দশানন এবং একই ছন্দে বঙ্কুবাবুর অনুমতি না নিয়েই 'নারুর চায়ের দোকান'-এর সামনে এনে গাড়ি দাঁড় করায়। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে। দরজা খুলে পা রাখে রাস্তায়—দুধ-চা না লিকার? চিনি না চিনি ছাড়া?

দুধ-চা চিনি দিয়ে, বলতে বলতে নিজের দিকের দরজা খুলে রাস্তায় নামেন বঙ্কুবাবু। গাড়ির চেহারা দেখেই মাথায় হাত দেন। ক্রীম ইয়েলো রঙের ওপর কাদার টিপ ছাপ। একটা দুটো নয়। হাজার হাজার। নতুন গাড়ির বাঁ দিকটা একেবারে ডিজাইনে ডুবে গেছে। জলবসন্তের টোপা টোপা ডিজাইন। মনটা ভীষণ খারাপ হয় বঙ্কুবাবুর। রাগে উত্তেজনায় দাঁত কিড়মিড় করে—সব দোষ ওই রাবণটার। ম্যাটাডোরটাকে ওভারটেক করার সুযোগ না দিলে তো এমনটা হত না।

নারুদা, দুটো স্পেশাল—বঙ্কুবাবুর পাশে দাঁড়িয়েই হাঁক দেয় দশানন।

রাখো তোমার স্পেশাল, কানের কাছে চিৎকার শুনলে কাহাতক ভালো লাগে? তার ওপর মন খারাপের কান। সুতরাং বেজায় ধমক দিতে দেরি করেন না বঙ্কুবাবু—গাড়িটার কী হাল করেছো দেখো।

আমি? আমি করেছি?

নয় তো কি? একটা পুরোনো লজঝড়ে ম্যাটাডোর ঝাঁ চকচকে নতুন গাড়িকে ওভারটেক করার সাহস পায় কী করে? তুমি সাইড না ছাড়লে...।

ঠুকে দিত। আস্তে নয়, বেশ জোরেই ঠুকে দিত। এখন জল কাদার ওপর দিয়ে গেছে, তখন জীবনের ওপর দিয়ে যেত। আর সাইড না দিলে আপনার গাড়িকে ওই গাড্ডায় ফেলতে হত। এইটুকুন পুচকে গাড়ি অতবড়ো গাড্ডায় পড়লে ক্রেন ছাড়া উঠত না—বেশ গুছিয়ে মজা করে বঙ্কুবাবুর অভিযোগের উত্তর শুনিয়ে দেয় দশানন।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। চা বানাতে বানাতে ঝট করে গাড়িটা মুছে ফেল—ভেঙে গিয়েও মচকাতে চান না বঙ্কুবাবু।

কাছে পিঠে কোনো গ্যারেজ নেই। ক্লিনার পাওয়া যাবে না—সাফ জানিয়ে দেয় দশানন।

আরে বাবা আমি ক্লিনারের কথা বলিনি। গাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব ড্রাইভারের, বিরক্তিতে ভেঙে পড়েন বঙ্কুবাবু।

সে পার্মানেন্ট ড্রাইভারের কাজ। আমি সেন্টারের ঠিকে ড্রাইভার। একদিনের ঘণ্টা চুক্তি। উইন্ডস্ক্রীন আর লুকিং গ্লাস ছাড়া কিছুই পরিষ্কারের দায়িত্ব নেই আমার, বলেই আবার চায়ের দোকানের দিকে মুখ ফেরায় দশানন—কি নারুদা, হল? গাড়িতে একটা পরিষ্কার কাপড় রাখবেন। যখন ইচ্ছে হবে মুছে নেবেন।

আমার গাড়ি আমিই মুছব?

হ্যাঁ মুছবেন। নিজের গাড়ি সাফ সুতরো রাখবেন, তাতে লজ্জা কি? আমার একটা এইট হানড্রেট আছে। কুড়ি বছরের পুরোনো। দেখলে বিশ্বাস হবে না। মনে হবে এক্ষুনি শোরুম থেকে বের করা হয়েছে। যত্ন করলে কুড়ি বছরের পুরোনো গাড়ি কুড়ি দিনের নতুন গাড়ির মতো ঝকঝকে থাকে। আর অযত্নে কুড়ি দিনের নতুন গাড়ি কুড়ি বছরের পুরোনো গাড়িকেও হার মানায়। বুঝলেন স্যার?

না বুঝিনি। বুঝতে চাইও না—চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করেছিল বঙ্কুবাবুর।

কিন্তু বলতে পারেননি। তার আগেই নারুদার দোকান থেকে চা এসে হাজির। মন্দ হয়নি চা-টা। তবে এই এতো বেলায়, সাড়ে এগারোটা বাজতে চলল, চা খেলে দুপুরের খিদেটা কেমন মরে যায়। তাছাড়া অনেকদিন পর নতুন গাড়ি হাঁকিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলেছেন। স্ত্রী সুরমার ইচ্ছেয়—শাশুড়িমাকে দেখতে। মন্টির অবশ্য আর একটু বায়না আছে। বলেছে, বাবা দিদুনকে নিয়ে মায়াপুরটাও কিন্তু মেরে আসতে হবে। গতকাল এই গাড়িতেই সবার একসঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সমরের 'সোনার তরী সার্ভিস সেন্টার' থেকে ড্রাইভার পাঠাতে পারেনি। বঙ্কুবাবু নিজেই ড্রাইভ করে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মা-মেয়ে কিছুতেই রাজি হয়নি। আর অপেক্ষাও করেনি আজকের জন্যে। লেডিস স্পেশালে চড়ে কালই নির্ধারিত সময়ে পাড়ি দিয়েছে কৃষ্ণনগরে।

চায়ের দামটা দিয়ে দিন স্যার—কুড়ি টাকা, বঙ্কুবাবুর সামনে ডান হাতের তালু মেলে দাঁড়ায় দশানন।

কু-ড়ি টা-আ-কা?

দুটাকার চা-ও নারুদার দোকানে আছে। তবে সে চা জিভে দেওয়া যায় না। অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে আসে গন্ধে—এতক্ষণের পর ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসি ছড়ায় দশানন।

চায়ের গন্ধে বমি পায়? অবাক হন বঙ্কুবাবু।

পাবে না? ইউজড্ চা পাতা রোদে শুকিয়ে...।

থাক থাক আর বিন্যাস করতে হবে না। এখন চলো তো দেখি। অনেক দেরি হয়ে গেছে—দুটো দশ টাকার নোট দশাননের হাতে গুঁজে দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়ান বঙ্কুবাবু।

আরও পাঁচটা টাকা দিন স্যার, আর একবার হাসিতে গাল ভরায় দশানন।

কেন? তুমি যে বললে কুড়ি টাকা।

ঠিকই বলেছি। চায়ের দাম কুড়ি। পাঁচটা টাকা ওই ছোট্কার হাতে টিপ্স না দিলে মানায় না স্যার। নতুন গাড়ি চেপে চা খেতে এসেছেন আর ওই বেচারা শিশু-শ্রমিকটাকে পাঁচটা টাকা দেবেন না? সবাই দেয়। তাই বলছিলাম। বলেই সেই পুরোনো ভঙ্গিতে বঙ্কুবাবুর অনুমতি ছাড়াই গলা ছেড়ে ভীষ্মলোচন শর্মা হয় দশানন—এই ছোটকা, এদিকে আয়। সেলাম কর সাহেবকে।

খালি দুটো চায়ের গেলাস হাতে ফিরে আসে ছোট্কা। বঙ্কুবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে ডান হাত মাথার ওপর তোলে— সেলাম স্যার।

খুচরো আছে? আর একটা দশ টাকার নোট দু আঙুলের ফাঁকে চেপে জানতে চান বঙ্কুবাবু।

তাই কি কখনও থাকে স্যার? ছোঁ মেরে বঙ্কুবাবুর আঙুলে ধরা টাকা কেড়ে

নিয়ে ছোটকার হাতে তুলে দেয় দশানন—নে রেখে দে। ফেরার সময় আর চান্স নে, বুঝলি।

দশাননের জ্যাঠামিতে বিরক্ত হলেও মনে মনে খুশি হন বঙ্কুবাবু। ছেলেটার দিল আছে। সেই সঙ্গে আছে পরের ধনে পোদ্দারি করার এলেম।

ঠিক আছে রাবণদা, আর একবার সেলাম ঠুকেই দৌড়ে পালায় ছোটকা। পিছু পিছু ধাওয়া করে দশানন—কী বললি? আমি রাবণ? আর তুই কী? ছোটা ভীম? হাঁদা না ভোঁদা? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।

আরে আরে কী করছ দশানন, আমার যে দেরি হয়ে যাচ্ছে—গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েই রোদ পোহাতে থাকেন বঙ্কুবাবু। বর্ষাকালের রোদ তো রোদ নয়, যখন ওঠে একদম আগুন ছড়িয়ে ওঠে। গায়ের চামড়া চিড় চিড় করে পুড়তে থাকে।

ততক্ষণে দশানন ঢুকে গেছে নারুদার দোকানের ভিতর। ছোটকাকে অবশ্য ধরতে পারেনি কিন্তু তার মালিককে ধরে ফেলেছে—তোমার দোকানে এসব কী হচ্ছে নারুদা?

এই হাইওয়ের সব দোকানদার, তাদের কর্মচারিরা তোমাকে রাবণ বলেই ডাকে। ও তো তবু 'দা' জুড়েছে। আদরের ডাকে রাগ করতে নেই। আমি ছোটকাকে বকে দেব—বুঝিয়ে বলে নারু।

আর আসবো না। আর যদি তোমার দোকানে চা খেতে আসি, তাহলে আমার নাম—

রাবণ নয়, দশানন হবে। তাই তো? যাও, স্যার রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন—গদি ছেড়ে এসে দশাননের পিঠ চাপড়ে দেয় নারুদা। কোনো উত্তর না দিয়ে হনহন পায়ে গাড়িতে এসে বসে দশানন। তারপর অ্যাক্সিলেটরে জোরে চাপ দিয়ে একরাশ ধোঁওয়া আর রাস্তার ধুলো ছড়িয়ে দেয় নারুর দোকানে। দশাননের মুখের অবস্থা দেখে হাসি পায় বঙ্কুবাবুর। কিন্তু হাসতে পারেন না।

দুই

রোক্‌কে! রোক্‌কে! দশাননের স্টিয়ারিং ধরা হাতে চাপ দেন বঙ্কুবাবু—ব্যাক! ব্যাক—

ব্রেকের ক্যাউচ্ আওয়াজ করে গাড়ি দাঁড়িয়ে যায় রাস্তার মাঝখানে। পিছনে আরও জোর শব্দে দাঁড়ায় একটা ফুল পাঞ্জাব লরি। হর্ন বাজায় জোরে জোরে। ভ্যাবাচ্যাকা দশানন রাস্তার বাঁদিকে গাড়ি নামিয়ে দাঁড় করাতেই ছুটে আসে লরির ড্রাইভার। আঙুল উঁচিয়ে ধরে দশাননের নাকের ডগায়—গাড়ি চালাচ্ছ না পাগলামি করছ? যেখানে সেখানে বিনা ইন্ডিকেশনে দাঁড় করালেই হল।

সেটা স্যারকে জিজ্ঞেস করো—বুড়ো আঙুল বাঁদিকে ঠুকে বঙ্কুবাবুকে দেখিয়ে দেয় দশানন।